তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩৮

**কাতার ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্টের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গতকাল কাতারের দোহায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ৫ম জাতিসংঘ সম্মেলনের একটি পার্শ্ব বৈঠকে কাতার ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (কিউএফএফডি) -এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন।

কাতার ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্টের অধীনে ‘এডুকেশন অ্যাবাভ অল ফাউন্ডেশন’ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের ড্রপ-আউট শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়তার লক্ষ্যে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কাতার ন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারের একটি হলে কাতার ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট-এর পক্ষে সংস্থাটির মহাপরিচালক খলিফা বিন জসিম আল কুওয়ারী সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

কাতারের উন্নয়ন তহবিলের অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। চুক্তি অনুসারে, কাতার সরকার কিউএফএফডি-এর মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের স্কুলের শিক্ষাবঞ্চিত সাড়ে ছয় লাখ শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে সহায়তার লক্ষ্যে মোট ১২ লাখ ৬৮ হাজার মার্কিন ডলারের তহবিলের যোগান দিবে। প্রকল্পটি পরিচালনা করবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

উল্লেখ্য, এডুকেশন অ্যাবাভ অল (ইএএ) মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং এশিয়ার কিছু দেশে কাতার ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (কিউএফএফডি)-এর অধীনে পরিচালিত একটি আউটরিচ প্রোগ্রাম যার, বার্ষিক বাজেট ৬০০ মিলিয়ন ডলার।

কাতার সরকার কাতারের জাতীয় রূপকল্প ২০৩০ -এর অধীনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর এসডিজি’র লক্ষ্য পূরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য রাখে। উল্লেখ্য, কাতারের আরেকটি মানবিক সংস্থা ‘কাতার চ্যারিটি’ বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের এবং কিছু স্থানে প্রান্তিক মানুষকে মানবিক ও ত্রাণ সহায়তাও দিয়ে থাকে।

#

মোহসিন/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩৭

**পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে**

**--শিল্প মন্ত্রী**

মনোহরদী (নরসিংদী), ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

 শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, নারীরা এখন আর কোনো দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা ও সমানতালে কাজ করে যাচ্ছে। আর এই সুযোগটি সৃষ্টি করে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার হল রুমে ‘বিশ্ব নারী দিবস’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন সচিব, ডিসি ও ইউএনওসহ প্রশাসনের সব স্তরে নারীর অবস্থান শক্ত হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ১০জন নারী। সারা দেশে দায়িত্বরত ইউএনওদের ৩৪ শতাংশ নারী। শুধু মাঠ প্রশাসনের এই তিন পদেই নয়, এখন প্রশাসনের নানা স্তরে নারীর অবস্থান বাড়ছে, সুসংহত হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল করিমের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোহরদী পৌরসভা মেয়র আমিনুর রসিদ সুজন, ভাইস চেয়ারম্যান সুলতানা রুবি, মনোহরদী উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল আলম প্রমুখ।

#

মাহমুদুল/এনায়েত/রফিকুল/লিখন/২০২৩/২১২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩৫

**যে কোনো মূল্যে পার্বত্য অঞ্চলের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা হবে**

**--আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

টুঙ্গিপাড়া, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে কমিটির সদস্যবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) কে সাথে নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আজ তারা জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে পবিত্র ফাতেহা পাঠ করে বঙ্গবন্ধুসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।

এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগমসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এর সুফল পাহাড়ি জনগোষ্ঠী। কিন্তু বিপথগামী কিছু মানুষ পার্বত্য অঞ্চলের চলমান সুখ, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। যে কোনো মূল্যে পার্বত্য অঞ্চলের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা হবে।

#

আহসান/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২৩/২০০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩৬

**সারা দেশে নাশকতার ছক এঁকেছে বিএনপি**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি-জামাত সারা দেশে নাশকতার ছক এঁকেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।’

আজ রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবন চত্বরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ আয়োজিত ‘আঁধার ভাঙার শপথে আলোক প্রজ্জ্বলন’ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

দেশ ও নারী দিবসকে সামনে রেখে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি মা-বোনসহ সবাইকে সর্তক দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানাই, বিএনপি-জামাত সারা দেশে নাশকতা সৃষ্টি করার ছক এঁকেছে। তার আলামত শুরু হয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নারীদের বলবো, আপনারা এগিয়ে যান, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান। আপনাদের হাত ধরে দেশ এগিয়ে যাবে। আমাদের দেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাবে।

পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মাহফিলের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি-জামাতের নেতাকর্মীরা সেখানে হামলা পরিচালনা করেছে। আবার কাল না কি বিএনপির নেতৃত্বে একটি টিম সেখানে যাচ্ছে। নিজেরাই মেরে আবার দরদ দেখানোর জন্য সেখানে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পঞ্চগড়ের ঘটনা ঘটানো হয়েছে।’

হাছান বলেন, ‘দেশ এগিয়ে গেলেও একটি মহল বাংলাদেশ এগিয়ে যাক সেটি চায় না। তারা আজ দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে। গত কয়েক দিন ধরে দেশে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর পেছনে নাশকতা আছে কি না সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেখানে যারাই দায়ী থাক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে সরকার বদ্ধপরিকর।’

‘আমাদের নারীরা এভারেস্ট জয় করেছে, পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে’ দেশে নারী উন্নয়ন নিয়ে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পৃথিবীকে চমকে দিয়ে বাংলাদেশের নারী সমাজ উন্নতি লাভ করেছে। নারী সমাজ সর্বক্ষেত্রে তাদের মেধা, যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের নারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক দিয়ে বিশ্বে পঞ্চম, এশিয়া ওশেনিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয় আর উপমহাদেশে প্রথম। শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে এটি হয়েছে।

ড. হাছান বলেন, আমাদের নারী পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে। আমাদের নারীরা এভারেস্ট জয় করেছে, আমাদের নারীরা হিমালয় শৃঙ্গে উঠেছে, মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে।

তিনি বলেন, আজকে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, সংসদ নেতা নারী, সংসদ উপনেতা নারী, শিক্ষামন্ত্রী নারী। নারীর যে ক্ষমতায়ন বাংলাদেশে হয়েছে পৃথিবীর আর কোনো দেশে গত এক দশকে এভাবে হয়নি।

‘শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে নারীরা সেনাবাহিনীতে শুধু অফিসার পদে নয়, সেনা সদস্য হিসেবেও কাজ করছে, তারা সুপীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি, ডিসি, এসপি যা ১৪ বছর আগে কেউ ভাবেনি’ বর্ণনা করেন তিনি।

আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, নারী ফুটবল দল পাকিস্তানকে ১২ গোল দিয়েছে, সার্ক শিরোপা জয় করেছে। আমাদের নারী ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কিন্তু পুরুষ ক্রিকেট দল পারেনি। সাম্প্রতিক সময়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নারীদের ফল ভালো। প্রধানমন্ত্রীর নারীবান্ধব নীতি প্রণয়ন ও নানামুখী কর্মসূচির কারণে এটি সম্ভব হয়েছে।

যুব মহিলা লীগ সভাপতি ডেইজি সারওয়ারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শারমিন সুলতানা লিলির সঞ্চালনায় সংগঠনের সদস্যরা মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের আগে দেশে নারী উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩৪

**স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে মিথ্যাচারের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে**

**--- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে মিথ্যাচারের বিষয়ে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে দেশে অনেক মিথ্যাচার হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এখনও মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে তরুণ প্রজন্মকে সজাগ থাকতে হবে।

আজ রাজধানীর মিরপুরে শহিদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ফেন্সিং ফেডারেশন আয়োজিত শেখ কামাল ৫ম জাতীয় ফেন্সিং বা তরবারি যুদ্ধ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, শেখ কামাল ছিলেন অনন্য ক্রীড়া সংগঠক, যিনি খেলাধুলায় নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী শেখ কামাল ছিলেন সংস্কৃতি অঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র, রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও দেশপ্রেমিক। তাঁর আদর্শ ও চেতনা ধারণের জন্য দেশের তরুণ যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। তাঁর আদর্শে তরুণদেরকে খেলাধুলায়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করতে হবে। দেশে যুবসমাজের অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতিরোধে শহিদ শেখ কামালের আদর্শ ও চেতনাকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

খেলাধুলায় তরুণদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, গ্রামের খেলার মাঠগুলো একসময় নানারকম খেলাধুলায় খুব ব্যস্ত থাকতো। এখন গ্রামে যাই, দেখি মাঠ ফাঁকা পড়ে থাকে। ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে না। অনেক ছেলেমেয়ে বিপথগামী হচ্ছে, মাদকাসক্ত হচ্ছে। সেজন্য, সুস্থ সবল জাতি গঠনের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আরো বাড়াতে হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ফেন্সিং ফেডারেশনের সভাপতি শোয়েব চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদ সদস্য উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার একেএম শামীম চৌধুরী, অতিরিক্ত আইজিপি হুমায়ুন কবীর, বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী, টেনিস ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাসুদ করিম, ফেন্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সেলিম ওমরাও খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

চার দিনব্যাপী এই তরবারি খেলা প্রতিযোগিতায় সারা দেশের ২৩৫ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করছেন।

#

কামরুল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩৩

**সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনায় অর্থমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

গুলিস্তানের সিদ্দিক বাজারস্থ ভবন বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। অর্থমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে এই দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিবর্গের রুহের মাগফেরাত এবং আহত ব্যক্তিবর্গের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

উল্লেখ্য যে, গতকাল গুলিস্তানের সিদ্দিক বাজারস্থ ভবন বিস্ফোরণে এখন পর্যন্ত ১৭ জন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

#

তৌহিদুল/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৯০০ঘণ্টা

Handout Number : 932

**23rd BIMSTEC Senior Officials' Meeting held**

Dhaka, 8 March :

The 23rd BIMSTEC Senior Officials' Meeting (SOM) was held in Bangkok today in virtual mode. The Foreign/External Affairs Secretaries of the Member States attended the meeting. Ambassador Masud Bin Momen, Foreign Secretary (Senior Secretary) led the Bangladesh delegation to the meeting.

The Foreign Secretary apprised the meeting about the progress made in the Trade, Investment and Development sector for which Bangladesh is the lead country. He expressed Bangladesh's strong commitment to the BIMSTEC process and urged the Member States to work closely for finalizing all the relevant agreements at the earliest so that BIMSTEC Free Trade Area could be implemented without further delay.

The Meeting took stock of the progress made so far since the 22nd SOM held March 2022 including the implementation of various decisions taken during the 5th Summit.

The meeting endorsed the 'Rules of Procedure' for all the BIMSTEC mechanisms including several administrative and financial matters of the BIMSTEC Secretariat to be approved by the BIMSTEC Ministerial Meeting tomorrow.

The SOM also finalized the draft text of the Agreement on Maritime Transport Cooperation, which is expected to be approved by the Ministerial Meeting.

Moreover, the meeting finalized the BIMSTEC Bangkok Vision 2030 and recommended it for approval of the Ministerial Meeting. The SOM also endorsed Blue Economy as a sub-sector under the Trade, Investment and Development sector.

The 19th BIMSTEC Ministerial Meeting will be held in Bangkok tomorrow in virtual mode.

#

Mohsin/Pasha/Sanjib/Mosharaf/Joynul/2023/1910 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩১

**বন সংরক্ষকদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করার নির্দেশ পরিবেশমন্ত্রীর**

চট্টগ্রাম, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের বন ও বনভূমি সংরক্ষণে বন বিভাগের কর্মচারীদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। শুধু চাকরি করার জন্য নয়, দেশপ্রেমের সাথে দেশের কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। অবৈধ বনভূমি পুনরুদ্ধার ও বনের উন্নয়নে সরকারের উদ্যোগের সাথে সকল শ্রেণির জনগণকে সম্পৃক্ত করে কাজ করতে হবে।

আজ চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি কক্ষে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বনমন্ত্রী বলেন, বন সংরক্ষণে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ। তাই দায়িত্বশীলতার সাথে দেশের বন রক্ষায় কাজ করতে হবে। কোনো ভয়ভীতির কাছে নতিস্বীকার করা যাবে না। আইন বিরোধী যেকোনো কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

বৈঠকে প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন সংরক্ষক বিপুল কৃষ্ণ দাস, বন একাডেমির পরিচালক মোল্লা রেজাউল করিম, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক শাহ চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহীদ ইশরাক সহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন বিভাগ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৮৩৫ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৩০

**জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৯ই মার্চ ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার’ উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২১’ প্রদান উপলক্ষ্যে আমি চলচ্চিত্র নির্মাতা, পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী এবং পরিবেশকসহ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি এ বছর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে ১৯৫৭ সালের ২৭ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদে ইপিএফডিসি পূর্ব পাকিস্তান ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন বিল উপস্থাপন করেন, যা একই বছরের ৩ এপ্রিল পাস হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রযাত্রার একটি বড় মাইলফলক আজকের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। দিনটিকে স্মরণ করে প্রতি বছর ৩ এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদযাপন করা হয়। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন, ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে গত ১৪ বছরে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি নির্মাণ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ আধুনিকায়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্র শিল্পের মানোন্নয়নে আমরা ‘জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা-২০১৭’, ‘যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নীতিমালা-২০১৭’ ও ‘চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন-২০১১’ প্রণয়ন করি এবং চলচ্চিত্র সেন্সর আইন ও চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন যুগোপযোগী করি। অসচ্ছল ও দুস্থ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদেশি টিভি চ্যানেলে দেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার রোধ করা হয়েছে। এসব আইন ও নীতিগত পদক্ষেপ চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

চলচ্চিত্র সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরতে এই শিল্প বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের সরকার সব সময় সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণকে উৎসাহ জোগাতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ও অনুদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। জেলায় জেলায় আধুনিক সিনেমা হলসহ তথ্য কমপ্লেক্স স্থাপন করা হচ্ছে। সিনেমা হলসমূহের সংস্কার ও আধুনিক যুগোপযোগী সিনেমা হল ও সিনেপ্লেক্স নির্মাণের জন্য আমাদের সরকার অল্প সুদে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করছে।

আমাদের চলচ্চিত্র দেশজ উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে একটি জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি আগামী প্রজন্মের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে জীবনঘনিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণেও আমাদের নির্মাতারা আরো এগিয়ে আসবেন। দেশের সীমানা পেরিয়ে আমাদের চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ব্যাপক পরিচিত হবে এবং দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনবে।

আমি ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২১’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

গুলশাহানা/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭১০ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯২৯

**জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৯ই মার্চ ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২১ প্রদান’ উপলক্ষ্যেনিম্নলিখিত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২১’ প্রদান উপলক্ষ্যে আমি পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র শিল্পী, কলাকুশলী, নির্মাতা, প্রযোজকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শিল্পের এক অনন্য রূপ চলচ্চিত্র যা বিনোদনের পাশাপাশি সমাজ ও সময়ের বাস্তব চিত্র এবং দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরে মানুষকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে। চলচ্চিত্র মাটি ও মানুষের কথা বলে; মানুষের স্বপ্ন ও সাধনাকে সেলুলয়েডে বন্দি করে পর্দায় ফুটিয়ে তোলে। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে ১৯৫৭ সালের ২৭ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদে ইপিএফডিসি বিল উপস্থাপন করেন যা সে বছরের ৩ এপ্রিল পাস হয়। জাতির পিতার এ উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রযাত্রার একটি মাইলফলক হিসেবে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় আজকের বিএফডিসি। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ ও বিনোদনমূলক কালজয়ী বাংলা চলচ্চিত্রগুলোর আবেদন ও প্রভাব আজও সমাজে বিদ্যমান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথ ধরে সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। তন্মধ্যে ৩ এপ্রিল ‘জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস’ ও চলচ্চিত্রকে ‘শিল্প’ হিসেবে ঘোষণা, কবিরপুরে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি স্থাপন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, বিএফডিসির আধুনিকায়ন এবং জেলায় জেলায় আধুনিক সিনেমা হল সংবলিত তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পুরানো সিনেমা হলসমূহের সংস্কার ও বন্ধ সিনেমা হলসমূহ চালু করার লক্ষ্যে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য এক হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন, চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আশা করি, সরকারের এসব উদ্যোগ বাংলা চলচ্চিত্রের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেশে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার- ২০২১’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পাশা/সঞ্জীব/মেশারফ/শামীম/২০২৩/১৬৫৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯২৮

**বিশ্ব কিডনি দিবস** **উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৯ মার্চ ‘বিশ্ব কিডনি দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব কিডনি দিবস-২০২৩’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এবারের প্রতিপাদ্য ‘Kidney Health for All Preparing for the unexpected, supporting the vulnerable’ অর্থাৎ ‘সুস্থ কিডনি সবার জন্য প্রত্যাশিত দুর্যোগের প্রস্তুতি, প্রয়োজন ঝুঁকিপূর্ণদের সহায়তা’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা একটি গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি এবং এই নীতি বাস্তবায়ন করছি। আমাদের সরকার নতুন মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল, হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। সাধারণ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ও চিকিৎসা সেবা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পিএসসির মাধ্যমে নতুন কয়েক হাজার চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আমাদের সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের ফলে আমরা স্বাস্থ্যখাতে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছি, যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে।

নানাবিধ কারণে বিশ্বজুড়ে কিডনি রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। কোভিড-১৯ মহামারিতেও অনেকে নতুন করে কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন অথবা পূর্ব থেকেই আক্রান্ত ব্যক্তিদের রোগের অবনতি হয়েছে। তাই এ ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতির জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি লোক কোন না কোন কিডনি রোগে আক্রান্ত এবং প্রায় ৪০-৫০ হাজার লোক ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে জীবন ধারণ করছেন। জনসচেতনতা বাড়াতে পারলে ও প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্ত করতে পারলে অনেক কিডনি রোগ প্রতিরোধযোগ্য। আমাদের সরকারের প্রতিষ্ঠিত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনি রোগ সনাক্ত করা সম্ভব। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগ ও কিডনি বিকল হওয়ার ঝুঁকিহ্রাস পাবে। আমরা প্রতিটি বিভাগে এবং জেলা পর্যায়ে কিডনি রোগীদের জন্য হাসপাতাল ও ডায়ালাইসিস সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং তার বাস্তবায়নের কাজ চলছে। আমরা স্বল্পমূল্যে ডায়ালেসিসের ব্যবস্থা করেছি।

আমি বিশ্বাস করি, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোও তাদের গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে কিডনি রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যখাতে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবো- ইনশাআল্লাহ।

আমি ‘বিশ্ব কিডনি দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৬৫৫ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর :৯২৭

**বিশ্ব কিডনি দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ ফাল্গুন (৮ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৯ মার্চ ‘বিশ্ব কিডনি দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব কিডনি দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিডনি রক্তে জমে থাকা আবর্জনা ও অতিরিক্ত পানি বের করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি করে এবং হাড় শক্ত করে। পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক মানুষ নীরবঘাতক কিডনি রোগে আক্রান্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে অনিয়ন্ত্রিত ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, ডায়বেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ব্যথানাশক ও এন্টিবায়োটিক ঔষধের যথেচ্ছ ব্যবহার, খাদ্যে ভেজাল, স্থুলতা ইত্যাদি কারণে কিডনি রোগের প্রকোপ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে কিডনি রোগের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তাই প্রতিকারের পাশাপাশি কিডনি রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি খুবই জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে এ বছর বিশ্ব কিডনি দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Kidney Health for All- Preparing for the unexpected, supporting the vulnerable’ অর্থাৎ ‘সুস্থ কিডনি সবার জন্য, অপ্রত্যাশিত দুর্যোগের প্রস্তুতি, প্রয়োজন ঝুঁকিপূর্ণদের সহায়তা’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দেশের সাধারণ জনগণকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা দিতে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে জনগণকে কিডনির রোগের ব্যয়বহুল চিকিৎসা সেবা দিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে। আমি আশা করি, বাংলাদেশ রেনাল এসোসিয়েশন দেশে কিডনি রোগের সর্বাধুনিক চিকিৎসার প্রসারে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

আমি ‘বিশ্ব কিডনি দিবস’ উপলক্ষ্যে রেনাল এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৬৩৫ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                               নম্বর : ৯২৬

**কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন**

কলকাতা (ভারত), ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের ৫২ বছরপূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতা।

সকালে উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস।

এরপর উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াসের নেতৃত্বে উপ-হাইকমিশনের রাজনৈতিক, ক্রীড়া ও শিক্ষা, বাণিজ্য, কনস্যুলার এবং প্রেস উইং-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাগণকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বিকালে উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াসের সভাপতিত্বে উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারি’-তে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির সদস্য এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বরেন্দু মন্ডল ও  পশ্চিমবঙ্গের দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী দেবদীপ পুরোহিত। আলোচনার শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি প্রদর্শিত হয়। এরপর কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির বাণী এবং কাউন্সিলর (কনস্যুলার) এএসএম আলমাস হোসেন প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনান।

ভূমিমন্ত্রী বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়েই জাতির পিতা উপলব্ধি করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা। আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আমরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক অগ্রসর একটি দেশ। প্রতিবেশী ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিকভাবে আরো এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ভূমিমন্ত্রী।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস বলেন, ‘৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। এটি একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল। এই ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়েই ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল কলকাতায় তৎকালীন পাকিস্তান উপ-হাইকমিশনের বাঙালি কর্মকর্তারা বিদ্রোহ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টি এই মিশন কাজ করেছিল বাংলাদেশ হাইকমিশন হিসেবে।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন বলেন, ১৮ মিনিটের ১৩০৫ শব্দের সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি জাতির পিতা দিয়েছিলেন সবদিক বুঝে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে জাতির পিতা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৈরি হওয়ার কথাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন উপ-হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব (রাজনৈতিক) শেখ মারেফাত তারিকুল ইসলাম।

#

রঞ্জন/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                    নম্বর : ৯২৫

**বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বজুড়ে চিরন্তন প্রেরণার উৎস**

**-- ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বজুড়ে নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে শক্তি ও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব শাব্বির আহমদ চৌধুরী।

আজ রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত “বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের চিরন্তন প্রেরণা” শীর্ষক সেমিনারে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ও বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা এভাবে মূল্যায়ন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. লাইলুফার ইয়াসমিন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক ‘ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি অভ্ হেরিটেজ ইন দ্য মেমোরি অভ্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার’-এ অন্তর্ভুক্তি এবং বিশ্বের ইতিহাসবিদদের মূল্যায়নের অর্থ হচ্ছে- বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু আমাদেরকে অর্থাৎ বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেছে তাই নয়, বরং এর আকর্ষণ এই ভাষণের সময়, স্থান ও উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে চিরন্তন প্রেরণার উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’

সেমিনারের মূল বক্তা লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বলেন, ‘বিশ্বের ২৪০০ বছরের ৪১টি শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ রয়েছে। কিন্তু এতগুলো ভাষণের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মেমোরি অভ্‌ দ্য ওয়ার্ল্ড-এ অন্তর্ভুক্তির বিশেষ কারণ রয়েছে। অন্যদের ভাষণগুলোর প্রত্যেকটি নিরাপদ পরিবেশে সুরক্ষিত স্থান থেকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ একমাত্র ভাষণ, যা তিনি অরক্ষিত অবস্থায় দিয়েছিলেন।’ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদানের দূরদর্শিতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘যদি বঙ্গবন্ধু সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হতো, বঙ্গবন্ধু মানুষকে মারতে চান নাই। তাই তিনি ৭ই মার্চে অত্যন্ত সুচতুরভাবে স্বাধীনতার ডাক দিলেন কিন্তু ঘোষণা দিলেন না, আর মানুষ সেটা গ্রহণ করেছিল।’

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডি এম সালাহ উদ্দিন মাহমুদ। এরপর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের উপর নির্মিত একটি অডিও-ভিজুয়াল প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                  নম্বর : ৯২৪

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রয়োজন স্মার্ট মেধার**

**-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রয়োজন স্মার্ট মেধার। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, সোনার বাংলা গড়তে হলে আমার সোনার ছেলে চাই। সেই সোনার ছেলে হলেন আপনারা। তিনি আরো বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে আপনাদের মেধাশ্রমের যে অবদান রয়েছে তার কথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরুন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ভালো কাজ করার চর্চা করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন। তাহলেই ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আজ ঢাকায় সচিবালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিয়ষক মন্ত্রণালয়ের চারজন কর্মকর্তার অবসরজনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগমের সভাপতিত্বে এসময় বিদায় সংবর্ধিতদের উপর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) আলেয়া আক্তার, যুগ্মসচিব মোঃ হুজুর আলী, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক উপসচিব সজল কান্তি বণিক, উপসচিব আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ, সিনিয়র সহকারী সচিব মুন্না রাণী বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে অবসরজনিত সংবর্ধিতদের ফুলের শুভেচ্ছা, ক্রেস্ট ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়।

মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, দেশের জন্য, জাতির জন্য ভালো কিছু করার চিন্তা সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সবসময়ই লালন করতে হবে। মন্ত্রী উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, আমি আজ যা করবো, আমার পরেরজন কাল তা-ই অনুসরণ করবে। কাজেই সকলকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করার কারণেই আমরা আজ একটা অবস্থানে আসতে পেরেছি। মন্ত্রী বান্দরবানের উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, বান্দরবানকে মনে করি এটি আমার একটি পরিবার। সবাই আমার আপনজন। যেমন প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের শিঁকড় হচ্ছে জনগণ। দেশের জনগণ কীভাবে ভালো থাকবে, দেশ কীভাবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে তার চিন্তায় সবসময় প্রধানমন্ত্রী মগ্ন থাকেন।

মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং তাঁর আলোচনার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। যার ফলস্বরূপ আমরা একটি স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদদের প্রতি এবং ’৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নিহত সকল সদস্যদের প্রতি এবং শহিদ জাতীয় চারনেতার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                         নম্বর : ৯২৩

**বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতো নতুন প্রজন্মকে দায়িত্ব নিতে হবে**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা আমাদেরকে অহংকার ও গর্বের জায়গায় নিয়ে গেছেন। এ গর্বের জায়গাকে ধরে রাখতে নতুন প্রজন্মকে দায়িত্ব নিতে হবে। আঘাত আসতে পারে, আঘাত আসলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতো রুখে দাঁড়াতে হবে। কারণ আমরা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে চলতে চাই। ৭ মার্চের ভাস্কর্য ‘জয় বাংলা’ উদ্বোধন-সেটাই আমাদের অঙ্গীকার এবং শপথ।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জস্থ সেতাবগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ‘জয় বাংলা’ ভাস্কর্য উদ্বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু সৈয়দ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা খলিলুর রহমান এবং বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আফছার আলী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করছি। স্বাধীনতার সুখ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সোনার বাংলা নির্মিত হয়েছে। পরাজিত শক্তিরা আন্তর্জাতিক ইস‍্যুকে কেন্দ্র করে সোনার বাংলাকে ছিন্নভিন্ন করতে চায়। এ সোনার বাংলাকে ছিন্নভিন্ন করার জন‍্য তারা ‘পদযাত্রা’ করে। ‘পদযাত্রা’ কর্মসূচির কথা শুনলে আমার হাসি পায়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বীর মুক্তিযোদ্ধারা, মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরা আমরা যদি পদযাত্রা করি তাহলে রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা কেউ বাঁচতে পারবে? মানুষের পায়ের নিচে পদদলিত হয়ে তারা মৃত‍্যুবরণ করবে। আমরা রক্তাক্ত সেই বাংলাদেশ চাই না। আমরা শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ চাই। আমাদের নেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা মানবতার নেত্রী। আন্তর্জাতিক গণমাধ‍্যম তাঁকে মাদার অভ্‌ হিউমেনিটি বলেছে। তিনি মানবতার জননী। সেই নেত্রী কারো মানবিক অধিকার হরণ করতে চান না। তিনি বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র করতে চান। বাংলাদেশকে যারা ছিন্নভিন্ন করতে চায়; তারা যদি আরো বেশি বাড়াবাড়ি করে তাহলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি ৭১ সালের মতো আবারো পদযাত্রা শুরু করবে। সেই পদযাত্রায় এদের কেউ বাঁচতে পারবে না।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯২২

**ভিয়েতনাম মিশনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ-ইউনেস্কোর ‘মেমোরি অভ্ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার’-এর ‘বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য’-কে স্মরণ করে বাংলাদেশ দূতাবাস, হ্যানয়, ভিয়েতনাম ৭ই মার্চ ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদা এবং বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করেছে। জাতীয় সংগীত সহকারে এ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ, দোয়া ও মোনাজাত, বাংলা, ইংরেজি ও ভিয়েতনামিজ ভাষায় ৭ই মার্চের ভাষণ পাঠ এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

দিবসটি প্রবাসী বাংলাদেশি, ভিয়েতনামিজ অতিথিবৃন্দ, দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের উপস্থিতিতে দূতাবাসে উদ্‌যাপন করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চকে স্মরণ করে রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিবসের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের কথা তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সাথে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ-স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান। মহাসংগ্রামী এ নেতার নেতৃত্বে¡ আপামর জনতা সে সময় মুক্তি সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তাই ৭ই মার্চ ১৯৭১ইং এর ভাষণ পুরো বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল - তারই ফলস্বরূপ আমাদের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু এবং সে সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলায়’ রূপান্তর করা ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। এ স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং একটি মধ্যম আয়ের দেশে এগিয়ে যাওয়ার কথা রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন।

পরিশেষে ৭ই মার্চের ভাষণ বাংলা, ইংরেজি এবং ভিয়েতনামিজ ভাষায় পড়ে শোনানো হয়, ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

#

সামিনা নাজ/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯২১

**ইসলামাবাদে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন**

ইসলামাবাদ, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

বাংলাদেশ হাইকমিশন, ইসলামাবাদ যথাযথ মর্যাদা, উৎসাহ, উদ্দীপনায় ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে দূতালয় প্রাঙ্গণ বর্ণাঢ্য ব্যানার ও পোস্টারে সুসজ্জিত করা হয়।

আজ দূতালয় প্রাঙ্গণে হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতিতে পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ রুহুল আলম সিদ্দিকী আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এসময় দূতালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। এরপর হাইকমিশনার মিশনের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

হাইকমিশনের বঙ্গবন্ধু কর্নারে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্ব শুরু হয় এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

হাইকমিশনার বলেন, ১৯৭১ সালের আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে জাতির উদ্দেশ্যে তার বলিষ্ঠ তর্জনীর ইশারায় বজ্রকন্ঠে স¦াধীনতার ডাক দিয়েছিলেন- ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স¦াধীনতার সংগ্রাম’। বঙ্গবন্ধুর সেই কালজয়ী আহ্বানে জেগে উঠেছিল সমগ্র বাঙালি জাতি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ‘নিউজউইক’ ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় ৭ মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘রাজনীতির কবি’ (পয়েট অভ্ পলিটিক্স) আখ্যায়িত করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই ১৮ মিনিটের অলিখিত জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে একটি নিরস্ত্র জাতিকে সংগ্রামী জাতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীতে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স¦াধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, নয় মাসের সংগ্রামে ত্রিশ লাখ শহিদ ও দুই লাখ মা বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাঙালি পেয়েছিল একটি মানচিত্র, একটি লাল সবুজের পতাকা, এক স¦াধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

হাইকমিশনার আরো বলেন, জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে উন্নয়নের অগ্রযাত্রার যে ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন তারই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর নির্মিত একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

খাদীজা/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯২০

**ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আজ ঢাকায় তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম, তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, তথ্য কমিশনের পরিচালক (গ.প্র.প্র.) ড. মোঃ আঃ হাকিম, উপপরিচালক (প্রশাসন) সোহানা নাসরিনসহ তথ্য কমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রেক্ষাপট, ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা হয়। এর আগে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে তথ্য কমিশন।

#

লিটন/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯১৯

**বিআরটিএ’র হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে সারা দেশে ৩০৮টি**

**সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩০৩ জন**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

বিআরটিএ’র বিভাগীয় অফিসসমূহের মাধ্যমে সারা দেশ থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি-২০২৩ মাসে দুর্ঘটনায় পতিত যানবাহনের মধ্যে প্রাইভেটকার ২০টি, বাস ৭৪টি, পিকআপ ১৭টি, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ২০টি, ট্রাক ৮৩টি, মোটরসাইকেল ১০২টি, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ১৫টি, ইজিবাইক ১৮টি, ট্রাক্টর ১২টি, অ্যাম্বুলেন্স ২টি, ভ্যান ১০টি, মাইক্রোবাস ৭টি ও অন্যান্য যান ৭৫টি সহ মোট ৪৫৫টি।

ঢাকা বিভাগে ৮৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৭৮ জন নিহত এবং ৭২ জন আহত হয়, চট্রগ্রাম বিভাগে ৭১টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬৬ জন নিহত এবং ১৩৮ জন আহত হয়, রাজশাহী বিভাগে ৪২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৫ জন নিহত এবং ৪৮ জন আহত হয়, খুলনা বিভাগে ৩৭ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৫ জন নিহত এবং ৭০ জন আহত হয়, বরিশাল বিভাগে ১৯ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫ জন নিহত এবং ৬৪ জন আহত হয়, সিলেট বিভাগে ১২ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৭ জন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়, রংপুর বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৫ জন নিহত এবং ৯ জন আহত হয়, ময়মনসিংহ বিভাগে ১২ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত এবং ৩ জন আহত হয়।

উল্লেখ্য, জানুয়ারি-২০২৩ মাসে সারা দেশে দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ৩২২টি এবং এ সকল দুর্ঘটনায় ৩৩৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন ও আহত হয়েছেন ৩৩৬ জন।

**#**

**ওয়ালিদ/**পাশা/**আরমান**/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৮৩৩ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৯১৮

**৭ মার্চ ছাড়া স্বাধীনতার ইতিহাস অপূর্ণ, অথচ বিএনপি দিনটি পালনই করে না**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘৭ মার্চের ভাষণ, জনসভাকে বাদ দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় না, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয় না। বিশ্বের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ভাষণ একটি দেশ বদলে দিয়েছে, পৃথিবীর মানচিত্রই বদলে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ৭ মার্চ বিএনপি পালন করে না। যারা ৭ মার্চ পালন করে না, অস্বীকার করে, তারা স্বাধীনতাকে কতটুকু স্বীকার করে, কতটুকু বিশ্বাস করে সেটিই হচ্ছে বড় প্রশ্ন।’

আজ রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ অনুষ্ঠানমালায়  প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকারের সভাপতিত্বে অতিরিক্ত সচিব মো. ফারুক আহমেদ স্বাগত ভাষণ এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ আলোচকের বক্তব্য দেন। এদিন সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তন প্রাঙ্গণে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং তথ্য অধিদফতর আয়োজিত আলোকচিত্র ও বই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন সচিব হুমায়ুন কবীর খোন্দকার।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘৭ মার্চকে অস্বীকার করে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় না, অথচ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ রাষ্ট্রীয় বেতার যন্ত্রে, টেলিভিশনে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানমালায় বন্ধ ছিল, এমনকি ভাষণের সিডি সব জায়গা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, ধ্বংস করা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেওয়ার আগে পর্যন্ত ৭ মার্চের ভাষণ বাজানোর অপরাধে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সরকার আমাদের দলের অনেককে গ্রেপ্তার করেছে।’

নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘১৯৭৮, ’৭৯, ’৮০, ’৮১ সালে ছাত্রলীগের নবীন কর্মী হিসেবে আমি চট্টগ্রাম শহরে জনসভার মাইকিং করতাম। কোনো গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে গেলে প্রথমে আমরা ৭ মার্চের ভাষণ বাজিয়ে দিতাম, মানুষ জমে যেতো। তারপর জনসভার কথা বলতাম।’

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আজকে ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের একটি অনন্য প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ইউনেস্কো সংরক্ষণ করেছে, বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে। পৃথিবীতে অনেক কালজয়ী ভাষণ আছে। সেই কালজয়ী ভাষণগুলোর বেশিরভাগই যেমন নেলসন ম্যান্ডেলা, নেতাজী সুভাষ বসুর ভাষণ ছিল লিখিত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে আমরা দেখি কোনো দাড়ি-কমা-সেমিকোলন ছাড়া, কোনো ইতস্তত ভাব ছাড়া তিনি এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে সব কথা বলে গিয়েছেন এবং গণমানুষের ভাষায় কথা বলেছেন।’

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘১৯৭০ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১২ লাখ কয়েক হাজার। আর জনসভায় হাজির ছিল ১০ লাখ মানুষ। শহরের বেশিরভাগ পুরুষ সেখানে চলে গিয়েছিল, আশপাশের জেলা থেকেও মানুষের সমাগম ঘটেছিল। এই ভাষণের মাধ্যমে একটি জাতির জন্ম হয়েছিল। একটি নিরস্ত্র জাতি, সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে এক সাগর রক্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। জাতির পিতার ৭ মার্চের ভাষণ একটি দেশ বদলে দিয়েছে, পৃথিবীর মানচিত্রই বদলে দিয়েছে, তাই এই ভাষণ আমার বিবেচনায় বিশ্বের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ এবং জাতিসংঘ সেই স্বীকৃতি দিয়েছে।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আজকের এই দিনে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই ১৫ আগস্টে শহিদ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ সকল শহিদদের প্রতি। আমি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে শুনেছিলাম যে, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুর গায়ে একটু তাপ, জ্বর জ্বর ভাব ছিল। তখন অনেকেই অনেক নোট দিয়েছিলেন বলার জন্য। বঙ্গমাতা বলেছিলেন যে, তুমি যেটি দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জাতির জন্য ভালো মনে করবে সেটাই বলবে। এবং বঙ্গবন্ধু সেটাই বলেছিলেন। তাই এখানে বঙ্গমাতারও ভূমিকা ছিল।’

#

মীর/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯১৭

**শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত হয়েছে। আজ রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল এবং মন্ত্রণালয়ের লবিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের মরহুম সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এ সময় মন্ত্রণায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহমুদুল/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৯১৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৮১৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৪৩৬ জন।

**#**

সুলতানা/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৭১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯১৫

**বাঙালি ও বাংলাদেশের অস্তিত্বে ৭ মার্চের ভাষণ অনিবার্য**

**-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

বাঙালি ও বাংলাদেশের অস্তিত্বে ৭ মার্চের ভাষণ অনিবার্য বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী   
শ ম রেজাউল করিম।

আজ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২৩ উপলক্ষ্যে পিরোজপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় সচিবালয়স্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজ দপ্তর থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহেদুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী রেবেকা খান, সিভিল সার্জন ডা. হাসনাত ইউসুফ জাকি, জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কানাই লাল বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের সভাপতি আখতারুজ্জামান ফুলু, স্থানীয় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ একটি জাতির দর্শন, একটি জাতির পথপ্রদর্শক । একটি জাতির এগিয়ে যাওয়া, তার শোষণ-বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরা, বিদ্যমান পরিস্থিতি বিশ্ব পরিমণ্ডলে তুলে ধরা এবং সামরিক-অসামরিক কৌশলে সংমিশ্রিত ছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। যতকাল বাঙালি থাকবে, বাংলাদেশ থাকবে,বাঙালি সত্তা থাকবে ৭ মার্চের ভাষণ অনিবার্য হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, যখনই ভাবি আমরা বাঙালি, আমরা স্বাধীন, যখনই লাল-সবুজের পতাকার কথা ভাবি সবকিছুর শেকড়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সেই উদাত্ত আহ্বান, কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। আজ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন কেউ আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

মন্ত্রী আরো বলেন, ৭ মার্চ বাঙালি জাতির একটি ম্যাগনাকার্টা। স্বল্প সময়ে কোনো প্রস্তুতি ছাড়া পূর্বের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস, বিদ্যমান পরিস্থিতি, সমঝোতার পথ এবং সমঝোতা না হলে বিকল্প কী করতে হবে সকল বিষয়ে সুচিন্তিতভাবে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দিয়ে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছিলেন ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে। সে ভাষণে বঙ্গবন্ধু তার অনুপস্থিতিতে বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও বলে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধে গোটা জাতিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশনাও সেদিন বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে দিয়েছিলেন। সে আলোকে কার্যত বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এদিন সকালে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিয়ে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মন্ত্রী। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুল কাইয়ূম ও মো. তোফাজ্জেল হোসেন, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. আশরাফ উদ্দীন, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মো. এমদাদুল হক তালুকদারসহ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/পাশা/**আরমান**/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৮২২ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯১৪

**৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে**

**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

আজ ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীনের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শহীদুল আলম, বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান।

এসময় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন, জাতির পিতা ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণে ছিল স¦প্ন, স¦াধীনতার স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে আমাদের স¦াধীনতার দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। সেই অমর কাব্য হলো ‘কেউ আমাদের দাবায়া রাখতে পারবে না’। তিনি বলেন, আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, সততা ও মানবিকতার আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে নিজেদেরকে জনসেবায় নিয়োজিত করি, তাহলেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#

রাশেদুজ্জামান/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯১৩

**‍‍‍‍সচেতনতা বৃদ্ধি করা গেলে দুর্যোগ মোকাবিলা সম্ভব**

**--দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও এাণ সচিব**  
  
ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়ায় সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে যেকোনো দুর্যোগ সহজে মোকাবিলা সম্ভব বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান। তিনি বলেন, সচেতনতা যত বৃদ্ধি পাবে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকিও তত কমে আসবে। আর সে লক্ষ্যেই সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে ।

আজ রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে আয়োজিত ‘ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে সচেতনতা বৃদ্ধি মহড়া’য় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব এসব কথা বলেন।

সচিব বলেন, হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের কর্মীগণ সেখানে গেলে ভিড়ের কারণে বাধাগ্রস্ত হন। এছাড়া সেখানে উপস্থিত উৎসুক জনতা অনেক সময় তাদের হোস ও পাইপসহ নানা সরঞ্জাম নষ্ট করে। এতে কাজের ক্ষতি হয়। তাদেরকে সিস্টেমেটিক কাজের সুযোগ দিলে কোনো সমস্যা হবে না। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কাজ সম্পন্ন করার সক্ষমতা তাদের আছে।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার মীর জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আব্দুল ওয়াদুদ এবং বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালকের প্রতিনিধি মোঃ আবুল বাশার।

#

সেলিম/পাশা/**আরমান**/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৬৩৪ঘণ্টা

Handout Number : 912

**Bangladesh welcomes the new President-designate of the World Bank Group**

Dhaka, 7 March :

In the context of the long standing friendship and cooperation between Bangladesh and the United States of America, Bangladesh endorses the United States' nominee Ajay Banga for the position of President of the World Bank Group. Bangladesh believes that Banga’s vast experience would positively contribute to the works and the future of the World Bank Group.

The World Bank plays a critical role in the socio-economic development of many developing countries, including Bangladesh. Bangladesh looks forward to working closely with Mr. Banga as the future President of the World Bank Group, with a view to further taking forward the mutual cooperation between Bangladesh and the World Bank, as well as to enhance World Bank’s contribution at the global level.

#

Mohsin/Pasha/Arman/Sanjib/Mahmud/Joynul/2023/1710 hour

তথ্যবিবরণী: নম্বর: ৯১১

**জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী উদ্বোধন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ **ফাল্গুন** (৭ মার্চ) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে বঙ্গবন্ধু যে তর্জনীর ইশারা দিয়েছিলেন, সেই তর্জনীর ইশারায় দেশের ব্যাংক, বিমা, অফিস - আদালতসহ সবকিছুই পরিচালিত হয়েছিল। তর্জনী উঁচিয়ে বঙ্গবন্ধু একটি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। সেই তর্জনীর নামেই আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে আজ আমরা উন্মোচন করছি জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে দেশের সাধারণ জনগণকে বাংলায় ইন্টারনেট ব্যবহারে সহায়তা প্রদানে “জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী” এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রনজিৎ কুমারের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. বি এম মইনুল হোসেন এবং ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সাইফুল আলম খান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে প্রবেশ করছি। এই স্মার্ট বাংলাদেশের সুফল পেতে হলে আমাদের শুধু বিদেশ নির্ভর সেবার ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। আমরা এমন একটি স্মার্ট বাংলাদেশ ইকোসিস্টেম তৈরি করতে চাই, যেটি হবে স্বাবলম্বী। সেই স্বাবলম্বী স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য আমরা এনেছি তর্জনী।

পলক বলেন, আমরা আত্মনির্ভরশীল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে আমাদের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম থাকবে, নিজস্ব ব্রাউজারে ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করবে। আমরা শুধু ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং করবো না, আমাদের দেশ থেকেও গুগল, অ্যামাজন, ফেসবুক ও আলীবাবার মতো বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ডলারের কোম্পানি তৈরি ও উদ্ভাবনে তরুণদের সহযোগিতা করাই আমাদের আইসিটি বিভাগের মূল উদ্দেশ্য। সেই ক্ষেত্রে তর্জনী প্রকাশের মাধ্যমে আজ একটা বিশাল অগ্রগতি হলো। এখানে সরকারের বিভিন্ন সেবা, নিউজপোর্টাল ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

পরে প্রতিমন্ত্রী “জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার তর্জনী” এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী আইসিটি টাওয়ার চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় আইসিটি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিনসহ বিভাগ ও সংস্থা সমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রবি/ইমা/২০২৩/১৫০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                         নম্বর : ৯১০

**৭ই মার্চের ভাষণ নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র জাতিতে পরিণত করেছিল**

**-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে রচনা করেছিলেন রাজনীতির মহাকাব্য। ঐতিহাসিক সে ভাষণ নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে রাতারাতি সশস্ত্র জাতিতে পরিণত করেছিল।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

মোজাম্মেল হক বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণ কোনো সাধারণ জনসভার ভাষণ ছিল না। এটি ছিল স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে জাতীয় মুক্তি তথা স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধুর লড়াইয়ের চূড়ান্ত আহ্বান।

তিনি বলেন, এই ভাষণে ছিল আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্ণ দিকনির্দেশনা। এ ভাষণ প্রকৃত অর্থেই ছিল বাঙালির স্বাধীনতার কূটনৈতিক ঘোষণা। যাতে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেউ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলতে না পারে। বাঙালির জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে হাজার বছর ধরে লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলন-সংগ্রাম, স্বপ্ন ও স্বপ্ন রূপায়ণের এক নিখুঁত পরিকল্পনা এই ভাষণ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, উপস্থিত লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী জনতা সেদিন বঙ্গবন্ধুর ইঙ্গিত বুঝে পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। তারই প্রত্যক্ষ ফসল দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত লাল-সবুজের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। তিনি আরো বলেন, ৭ই মার্চ শুধু আমাদের জাতীয় জীবনে নয়, বিশ্ব-ইতিহাসেও এক মহিমান্বিত দিন। কারণ বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ আজ জাতিসংঘের ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব-ঐতিহ্য দলিল। এ স্বীকৃতি বাঙালি জাতির জন্যে এক বিরল সম্মান ও গৌরবের স্মারক।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর।

আলোচনা সভার শুরুতে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের সম্পূর্ণ ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। আলোচনা শেষে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

#

মারুফ/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/শামীম/২০২৩/১৩১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯০৯

**৭ই মার্চের শপথ স্বাধীনতাবিরোধী পশ্চাৎমুখী অপশক্তির বিরূদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ**

**-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'দু:খের বিষয়, আজকে স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি আস্ফালন করে। আর তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি ও বিএনপি নেতৃবৃন্দ। এই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি এবং যারা দেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় পেছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলাই ৭ই মার্চের শপথ।'

আজ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের মন্ত্রী এ কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের এই দিনে তাঁর কালজয়ী ভাষণের মাধ্যমে একটি নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন- এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তিনি বলেছিলেন- তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থেকো, শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। তার এই বক্তব্যে আমাদের নিরস্ত্র জাতি সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।'

'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর অন্যতম এবং বঙ্গবন্ধু যে আসলেই রাজনীতির কবি ছিলেন, তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে সেটি আরো পরিস্ফুটিত হয়েছে' উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চই কার্যত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবেও আখ্যা দেওয়ার কোনো সুযোগ তিনি পাকিস্তানিদের দেননি।'

হাছান মাহমুদ বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ঢাকা থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে রিপোর্ট দিয়েছিল- চতুর শেখ মুজিব এমনভাবে কার্যত পাকিস্তানের স্বাধীনতাই ঘোষণা করে দিয়েছেন কিন্তু আমাদের চেয়ে চেয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনো কিছুই করার ছিল না।'

#

আকরাম/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯০৮

**আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৮ই মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৮ই মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নারী আন্দোলনের ইতিহাসে আজ এক গৌরবময় দিন। দীর্ঘ কর্মঘন্টা আর মজুরি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারী আদায় করেছিল তার অধিকার। নারী তার মেধা ও শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার সকল অগ্রগতি এবং উন্নয়নে করেছে সমঅংশীদারিত্ব।

জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়: “Digit ALL: Innovation and technology for gender equality”অর্থাৎ “ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন” অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পুরুষদের তুলনায় নারীদের প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস সীমিত থাকে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং ২০৪১ সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চারটি ভিত্তি- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্মেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড’ গঠন করেন। তিনি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি সংবিধানে নিশ্চিত করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে প্রতিটি কাজে নারী-পুরুষের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার ৫১ বছরে বাংলাদেশের অন্যতম অর্জন হচ্ছে, লিঙ্গবৈষম্য কমিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে থাকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ। নারীর দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে ভিজিডি কর্মসূচি, দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি, মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য নারী-পুরুষ সবাইকে আমরা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসেছি। নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও উদ্যোক্তা তৈরিতে জয়িতা ফাউন্ডেশনের অনলাইন মার্কেট প্লেস 'ই-জয়িতা' চালু করা হয়েছে। নারী পাচার, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধসহ নারীর প্রতি যে কোন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে কঠোর আইন ও নীতি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্বে, সংসদে, নীতি নির্ধারণে, রাজনীতি থেকে প্রশাসনে, শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায়, বিদেশে শান্তি রক্ষায়, গবেষণা থেকে খেলাধুলা, জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে পর্বতারোহণ প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি এদেশের নারী আজ স্বীয় প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। জেন্ডার বাজেটিং, মাইক্রো ফাইন্যান্স, ই-কমার্স এর মতো উদ্যোগগুলো নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য অর্জিত হয়েছে জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ পুরস্কার। নারীর ক্ষমতায়নে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা অর্জন করেছি জাতিসংঘ কর্তৃক 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' অ্যাওয়ার্ড। শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কোর 'শান্তি বৃক্ষ' এবং গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ । দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্যে শান্তি-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করায় ২০২১ সালে অর্জিত হয়েছে 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার'।

এদেশের নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেমন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি তেমনিভাবে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তুলবো, ইনশাল্লাহ।

আমি 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/ইমা/২০২৩/১০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯০৭

**আন্তর্জাতিক নারী দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৮ মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সমাজ, রাষ্ট্র, পারিবারিক উন্নয়নে নারী পুরুষের অংশগ্রহণ উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সরকারের নেওয়া বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সূচকে বাংলাদেশ অগ্রগামী। এ সাফল্যের মূলে রয়েছে নারীর উন্নতি ও ক্ষমতায়নে বিপুল বিনিয়োগ। গত এক দশকে আর্থসামাজিক খাত ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র এবং জনজীবনের সব ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী ও শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণে বিবিধ পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে সরকার জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনসহ সব আন্তর্জাতিক সনদ অনুসরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য: ‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন ও তৃণমূল পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নারী শিক্ষা নিশ্চিত করা, নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন এবং কর্মক্ষেত্র ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন সরকার। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করে জেন্ডার সমতাভিত্তিক দেশ গড়তে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। সকল উন্নয়ন ও অগ্রগতির অংশীদার হিসেবে সৃজনশীল এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি দেশের নারী সমাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে সমঅধিকারের একটি বাসযোগ্য পৃথিবী, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১০৩৭ ঘণ্টা